কোটচাঁদপুরে তিনশ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার

ঝিনাইদহ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে কোটচাঁদপুর সুইপার পাড়ায় অভিযান চালিয়ে তিনশ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে এই অভিযান পরিচালিত হয়। তবে এই গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রতিমা রানী ও মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার মধ্যে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ উঠেছে।

সূত্র জানায়, মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কোটচাঁদপুর সুইপার পাড়ায় অভিযান চালিয়ে তিনশ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

অভিযানের সময় অভিযুক্ত প্রতিমা রানী পালিয়ে যান, তবে ঘটনাস্থল থেকে এক মাদক সেবনকারীকে আটক করা হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অভিযুক্ত প্রতিমা রানী দাবি করেন, সুইপার পাড়ায় মাদক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাসোহারা নেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ। তিনি বলেন, “আমি একসময় ব্যবসা করতাম এবং তাদের সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল। কিন্তু এখন আর ব্যবসা করি না, তাই তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এজন্যই তারা অভিযানের আগেই সংবাদ পেয়ে যায় এবং আমাকে ফাঁসাতে চায়।”

তিনি আরও বলেন, “কয়েক দিন আগে আমার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না, কিন্তু তারা আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাঁজা দিয়ে চালান দেয়। আজও তারা আমার বাসায় কিছু পায়নি। উদ্ধার হওয়া গাঁজা আমার নয়, বরং সেটা আমার প্রতিবেশী উমার। তারা উমার ঘর থেকে গাঁজা উদ্ধার করেও আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।”

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, “আমরা প্রতিমার ঘর থেকে গাঁজা উদ্ধার করেছি, কিন্তু তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।”

অন্যের গাঁজা দিয়ে প্রতিমাকে ফাঁসানো হচ্ছে এমন অভিযোগ

সম্পর্কে তিনি বলেন, “এটা কখনও হয় নাকি! আমরা প্রতিমার ঘর থেকেই গাঁজা উদ্ধার করেছি। এখন তিনি উল্টোপাল্টা কথা বলছেন।”

মাদক ব্যবসায় মাসোহারা নেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “এ বিষয়ে আমার কোনো তথ্য নেই।”

তিনি আরও জানান, “অভিযানের সময় একজন মাদক সেবনকারীকে আটক করা হয়েছিল। তবে বয়স বেশি হওয়ায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশে মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।”

ঝিনাইদহ চুরি হওয়া ৩৬৩ টি মোবাইল উদ্ধার

ঝিনাইদহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ২০২৪ সালে ৩৬৩টি চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে পৌছে দিয়েছে। এ সময় তারা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতারণা ও হ্যাকিং চক্রের একাধিক সদস্যকে গ্রেফতার ও ক্লুলেস হত্যার রহস্য উদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল সুত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্যমতে ঝিনাইদহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল বিকাশ ও নগদ প্রতারনার ৮২ টি জিডির বিপরীতে ১৮ লাখ ৪২ হাজার টাকা উদ্ধার করে গ্রাহকদের কাছে ফেরৎ দিয়েছে।

এছাড়া অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের ৭১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে। মোবাইল ফোনে ১৩ টি হুমকি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিসহ ৫৬টি অভিযোগের ভিকটিম উদ্ধার করেছে। আটক করেছেন কথিত ৩ জ্বীনের বাদশাকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মূর্তি।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের কর্মকর্তা খালিদ হাসান জানান, তারা ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের দুইজনকে ইজিবাইকসহ গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলার ৬ হাজার ৮৫২ জনকে তথ্য প্রযুক্তিগত সহায়তা করা হয়েছে। তিনি বলেন একটি প্রতারক চক্র

বিকাশ, রকেট, নগদ ও উপায় এর মাধ্যমে বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা কাস্টমার কেয়ারের লোক পরিচয় দিয়ে ওটিপি হ্যাকিং করে অর্থ আত্মসাৎ করছিল। এমন এক চক্রের সদস্যদের গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে ৬টি মোবাইল ফোন ও ১০টি সিম উদ্ধার করা হয়।

ঝিনাইদহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলে কর্মরত এখালাছুর রহমান জানান, পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় তারা তথ্য প্রযুক্তির অপরাধীদের ধরতে পারছেন। তাদের এই দক্ষতা সাইবার ক্রাইম দমনে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে বলেও তিনি দাবী করেন।

শৈলকুপায় যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ভাটইবাজারে একটি অটো রাইস মিলের পাশে গাছের ডাল থেকে মিঠুন (২৮) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (২৭ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে স্থানীয়রা মরদেহটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়।

মিঠুন শৈলকুপা উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দি গ্রামের ইউনুস মিয়ার ছেলে। শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান জানান, এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তদন্ত চলছে।

মরদেহটি ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান। এ ঘটনায় এলাকায় ভীতি ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহে নিখোঁজের ৮ দিন পর লাশ উদ্ধার

নিখোঁজের ৮ দিনপর ঝিনাইদহে রুবেল হোসেন (৩০) নামে এক কৃষকের লাশের সন্ধান পেয়েছে স্বজনরা। গতকাল শনিবার দুপুরে বাঁদপুকুরিয়া গ্রামের একটি পরিত্যাক্ত সেফটি ট্যাংকের মধ্যে লাশের সন্ধ্যান মেলে। রুবেল হোসেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বাঁদপুকুরিয়া গ্রামের মিন্টু মিয়ার ছেলে। রুবেল গত ১১ জানুয়ারী শনিবার থেকে নিখোঁজ ছিলো।

পরিবার ও এলাকাবাসী জানায়, গত শনিবার বিকালে বাড়ী থেকে বের হয় রুবেল। রাতে গ্রামের একটি চায়ের দোকানে আড্ডাদিতে দেখাযায় তাকে। এরপর থেকে সে নিখোঁজ ছিলো। গতকাল শনিবার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে রুবেলের প্রতিবেশীর একটি বাড়ীতে কাঠ মিস্ত্রীরা কাজ করছিলো। হঠাৎ তারা দুর্গন্ধ পায়। এসময় তারা দুর্গন্ধের সন্ধ্যান করতে গিয়ে পরিত্যাক্ত পায়খানার সেফটি ট্যাংকের মধ্যে মাথা নিচেই ও পা উপরে দেওয়া একটি লাশ দেখতে পায়। পরে গ্রামবাসী পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে রুবেলের মরদেহটি উদ্ধার করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। লাশটি উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতলের মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে জানান। লাশটি ওই গ্রামের মিন্টু মিয়ার ছেলে রুবেলর বলেও জানান, রুবেল গত ১১ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিল।

মহেশপুরে ৪৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে অবৈধভাবে ভারতীয় সীমান্ত পারাপারের সময় ৪৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করেছে ৫৮ বিজিবি।

সোমবার (১৩ জানুয়ারি) মহেশপুর বিজিবির মিডিয়া সেলের এক প্রেস

বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত ১২ জানুয়ারি রবিবার, রাত ১১ টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ নতুনপাড়া বিওপি’র দায়িত্বরত এলাকার সীমান্ত পিলার-৬৬/৫-এস হতে আনুমানিক ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নতুনপাড়া গ্রামের হালিমের আম বাগানের মধ্যে হতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৪৬ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।

আটককৃত মদ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যপারে মহেশপুর থানায় মাদকদব্য আটকের মামলা করা হয়েছে।

মহেশপুরে ভারতের দখলে থাকা কোদলা নদীর ভূমি উদ্ধার করলো বিজিবি

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশী কোদলা নদী ভারতের কবল থেকে উদ্ধার করেছে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি। এতোদিন কোদলা নদীর বাংলাদেশ সীমান্তের পাঁচ কিলোমিটার ভারতের বিএসএফ দখল করে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে।

গত সোমবার সন্ধ্যায় ৫৮ বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজিবি সুত্রে জানা গেছে, কোদালিয়া নদী বাংলাদেশের অভ্যন্তর হতে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে মহেশপুরের মাটিলা এলাকায় ৪.৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চিহ্নিত করেছে।

১৯৬১ সালে প্রনীত বাংলাদেশ-ভারত (স্টীপ ম্যাপ সীট নম্বর-৫১) মানচিত্র অনুসারে কোদলা নদীর উল্লেখিত ৪.৮ কিলোমিটার নদী সম্পুর্ণ বাংলাদেশ সীমান্তের শুন্য রেখার অভ্যন্তরে অবস্থিত। মহেশপুরের যাদবপুর ইউনিয়নের মাটিলা গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য মহিউদ্দীন জানান, এক সময় এই নদী থেকে প্রচুর মাছ আহরণ করা হতো। স্বাধীনতার পর কোদালিয়া নদী পাড়ের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে বাংলাদেশের দেশের আরো অভ্যন্তরে বসবাস শুরু করলে কোদলা নদীর বাংলাদেশ অংশটুকু ভারতের বিএসএফ দখল করে নেয় এবং সেখানে আধিপত্য

বিস্তার করে। ফলে কৃষকরা মাঠে চাষাবাদ ও নদীতে মাছ ধরতে যেতে পারতো না। তিনি আরো জানান, নদীর বাংলাদেশ অংশে গেলেই বিএসএফ বাধা প্রদান করতো।

এতে নদীটি ব্যবহার করা নিয়ে মাটিলা গ্রামের মানুষের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত রক্ষি বিএসএফ’র সাথে বাদানুবাদ হতো। সম্প্রতি কোদালিয়া নদীর প্রকৃত মালিকানা সংক্রান্ত এই বিষয়টি ৫৮ বিজিবির নজরে আসলে বিজিবি প্রথমে বিভিন্ন নথিপত্র, স্থানীয় প্রশাসন ও মানচিত্র থেকে নদীটির প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত করে বিএসএফ’র অবৈধ আধিপত্য বিস্তারের বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ৫৮ বিজিবি সদস্যরা সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে কোদলিয়া নদী নিজেদের আয়াত্বে আনতে সক্ষম হয়।

বর্তমানে বিজিবি সদস্যরা প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি এলাকার জন্য যন্ত্রচালিত বোট এবং নদীর পাড়ে দ্রুত টহলের জন্য অল ট্যারেইন ভেহিক্যেল (এটিভি) বরাদ্দ করা হয়েছে। এদিকে ভারতের কবল থেকে ৫ কিলোমিটার নদী উদ্ধারের পর সোমবার দুপুরে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল শাহ মোঃ আজিজুস সহিদ স্থানীয় জনগরে সঙ্গে মতবিনিময় করেন। স্থানীয় জনসাধারণ এসময বিজিবিকে অবহিত করেন বর্তমানে কোদালিয়া নদীতে নির্বিঘ্নে তারা যেতে পারছেন।

এদিকে নদী উদ্ধারে বিজিবিকে সহায়তার জন্য বিজিবি কর্মকর্তারা জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানান এবং নদীর প্রকৃত অবস্থান এবং মালিকানা সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মকে অবগত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। সেই সাথে নদীর বাংলাদেশ অংশে প্রয়োজনীয় সেচ এবং চাষাবাদ জারি রাখার জন্য গ্রামবাসিকে বিজিব অনুরোধ করেন। এক্ষেত্রে কখনও কোন ধরণের বাধার সৃষ্টি হলে তা সাথে সাথে বিজিবিকে অবহিত করতেও গ্রামবাসির প্রতি বিজিবি সদস্যরা অনুরোধ করেন।

মেহেরপুরে ভৈরব নদীতে নবজাতকের

মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে ভৈরব নদী থেকে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ২ টায় সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের হিতিমপাড়া এলাকার ভৈরব নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভৈরব নদীতে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ ভাসতে দেখে গ্রামের লোকজন উদ্ধার করে নদীপাড়ে নিয়ে আসে এরপর পুলিশকে খবর দেয়া হয়। তাদের ধারনা সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতক অবৈধ সন্তান লোকলজ্জার ভয়ে কেউ নদীতে ফেলে দিতে পারে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন বলেন, সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ বৈভর নদীর পাড়ে রয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উদ্ধার করে ময়না তদন্ত করা জন্য মর্গে নেয়া হয়েছে। এঘটনা রহস্য উৎঘটনে কাজ করছে পুলিশ।

গাংনীতে ওয়ার্ড যুবদল সভাপতির লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন
(৪৫) এর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারী) সকালে গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়িয়া বাদিয়াপাড়া কামারখালি মাঠের রাইমনতলা নামক স্থান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আলমগীর হোসেন গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মইন উদ্দিনের ছেলে ও গাংনী পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি। প্রায় তিন মাস আগে দুবাই থেকে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রাতের কোনো এক সময়ে আলমগীর হোসেনকে গলাকেটে হত্যা

করেছে দূর্বৃত্তরা। সকালে স্থানীয়দের দেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। কি কারনে তাকে হত্যা করেছে এ ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেননি তিনি।

গাংনী পৌর যুবদলের সভাপতি সাইদুল ইসলাম জানান, গতরাতে গাংনী বাজারে ছিলো আলমগীর হোসেন। তারপর থেকে নিখোঁজ হয় সে। আজ সকালে তার গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে আমাদের খবর দেন। তবে, কি কারনে এঘটনা কিছুই বলতে পারছিনা।

মেহেরপুরে হারানো ৮১টি মোবাইল উদ্ধার করে দিলো পুলিশ

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ৮১ টি মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলো মেহেরপুর পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

আজ বুধবার (০১ জানুয়ারি) সকাল ১১ টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে মালিকদের হাতে উদ্ধারকৃত মোবাইল গুলো তুলে দেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম।

এর আগে জেলার তিন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির ভিত্তিতে মোবাইলগুলো উদ্ধার করা হয়। জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের সহযোগিতায় উদ্ধার করা মোবাইলগুলো আসল মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো মোবাইলগুলোর মধ্যে সদর থানার ৩৪ টি, গাংনী থানার ৪৫ টি এবং মুজিবনগর থানার ০২ টি সর্বমোট ৮১ টি উদ্ধারকৃত অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল উদ্ধার করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মো:জামিনুর রহমান খাঁন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ গোপাল কুমার, মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মেজবাহ উদ্দীন, সাইবার ক্রাইম

ইনভেস্টিগেশন সেলের সকল সদস্যসহ প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক্স ও অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের সদস্যবৃন্দরাও।

পরে হারানো মোবাইল ফোন পেয়ে প্রকৃত মালিকরা অনেকে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

পুলিশের তৎপরতায় ৬ ঘন্টার মাথায় গাকের নিখোঁজ স্টাফ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্রতিদিনের ন্যায় কিস্তির টাকা তুলতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া এনজিও প্রতিষ্ঠান গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র (গাক) মুজিবনগর অফিসের স্টাফ শেখ মেহেদী হাসান(২৮) কে উদ্ধার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ সোমবার সন্ধ্যার দিকে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার চাকলা মাঠ নামক গ্রাম স্থান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। শেখ মেহেদী হাসান ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কুল্যাপাড়া গ্রামের শেখ সুলতান আহম্মেদের ছেলে।

আজ সোমবার দুপুরে নিখোজের জিডি হাতে পাওয়ার পর মুজিবনগর থানা পুলিশ তাদের উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করে দেয়। মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম সেল এর মোবাইল ট্রাকিং এর মাধ্যমে ৬ ঘন্টার মাথায় উদ্ধার কাজে সফল হয় পুলিশ।

উদ্ধার হওয়ার পর মোবাইলে ভিডিও ধারনকৃত ভিক্টিমের জবানবন্দী থেকে জানা যায়, আমি প্রতিদিনের ন্যায় আজ সোমবার সকালেও আমার এক ক্লাইন্ট এর কাছে কিস্তির টাকা আনতে যায়। টাকা নিতে গেলে আমার সদস্য আমাকে একটা ঠিকানা দিয়ে বলে ওখানে আমার ভাই দারিয়ে আছে সে টাকা দেবে। তারপর আমি সেখানে গেলে আমার মাথায় হঠাৎ একটা চক্কর দিয়ে ওঠে। তারপর ঐ ব্যাক্তি আমার মটরসাইকেলে উঠে পরে। এরপর কি

হয়েছিলো আমার কিছু মনে নেই। পরবর্তিতে আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পর দেখতে পায় আমি মাঠের ভিতরে পরে আছি।

মুজিবনগর গাক অফিসের ম্যানেজার হাবিবুর রহমান বলেন, মেহেদী হাসান কিস্তির টাকা আদায় করে দুপুরে অফিসে না আসলে আমি তাকে ফোন দিয়ে যোগাযোগ করতে গেলে কোন রেস্পন্স পাইনি। এর পরে আমি থানায় একটি নিখোজ জিডি করে আসি।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, জিডি হাতে পাবার পর আমরা উদ্ধারের জন্য মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম সেল এর সহোযগীতা নিই। পরে তার মোবাইল নাম্বার দিয়ে ট্রাকিং শুরু করি। কয়েকবার ট্রাকিং করলে একেকবার একেক স্থানের লোকেশন দেখায়। এভাবে ৪ বারের লোকেশনে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার চাকলা মাঠ নামক গ্রাম স্থানে স্থির লোকেশন দেখায়। এরপর আমরা তার পরিবারকে জানালে ভিক্টিম এর চাচাতো ভাই রাজু আহম্মেদসহ তার পরিবার সেখানে যেয়ে তাকে নিয়ে আসে।

এদিকে বাসায় এসে পৌছালে তার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাকে স্থানীয় স্বাস্থ কমপ্লেক্স নিয়ে যাবার পরামর্শ প্রদান করি।